পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

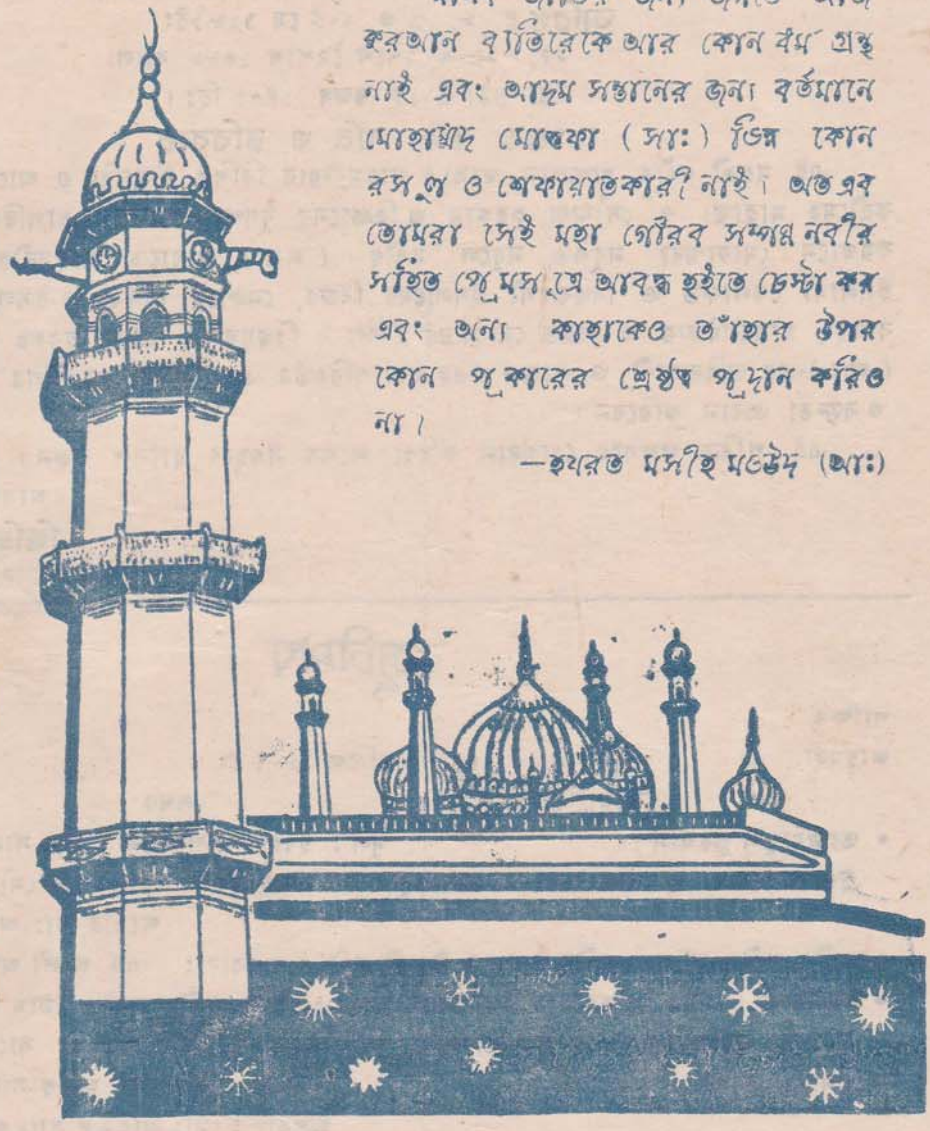

সম্পাদকঃ— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার ,

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ২৪শ সংখ্যা

১৭ই বৈশাখ, ১৩৮৮ বাংলা : ৩০শে এপ্রিল ১৯৮১ ইং : ২৪শে জামাঃ সানী, ১৪০১ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫·· টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

৫৮তম সালানা জলসা

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

স্থান : ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা।

তারিখ : ৮, ৯ ও ১০ই মে ১৯৮১ইং

২৫, ২৬ ও ২৭শে বৈশাখ ১৩৮৮ বাংলা

৩রা, ৪ঠা ও ৫ই রজব ১৪০১ হিঃ।

রোজ : শুক্র, শনি ও রবিবার

এই মহতী ধর্মীয় সম্মেলনে জামাত আহমদীয়ার বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও আলেমগণ কুরআন করীমের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য্য, কুরআন ও বিজ্ঞানের যুগপৎ শিক্ষার মহাপরিকল্পনা, তৌহীদ, ফয়জানে মোহাম্মদী নবুওত, নযুলে মসীহ (আঃ), জামাতে আহমদীয়ার আকায়েদ, ইসলামী খেলাফত ও বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিজয়, নেজামে ওসিয়ত ও ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, মানবাধিকার ও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ), বিশ্বমুসলিম ঐক্য, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ও আন্তর্জাতিক মহা পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ ভাষণ ও বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

এই পবিত্র জলসায় যোগদান করিয়া অশেষ সওয়াব হাসিল করুন।

আরজগুজার

ভিজিরআলী

চেয়ারম্যান, জলসা কমিটি।

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী — ৩০শে এপ্রিল ১৯৮১ ইং — ৩৪শ বর্ষ, ২৪শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
• তরজমাতুল কুরআন : সূরা বাকারা : (২য় পারা : ৩২ ও ৩৩শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
• হাদীস শরীফ : 'মোহাম্মদীয় উম্মত ও উম্মতী নবী'	অনুবাদ : এম, আলী আনওয়ার	৩
• অমৃতবাণী : 'পরম সৌভাগ্য ও নিরাপত্তার উপায়	হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ)	৪
সালানা জলসার গুরুত্ব ও উদ্দেশ্যাবলী :	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	
* ভূমিকার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৬
* একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণী	হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৯
* হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) -এর সত্যতা—(৬৬)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোঃ খলিলুর রহমান	১০
* সংবাদ :	সংকলন : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৩
* ৬২ তম মজলিসে শুরার কার্যবিবরণী :		
* কন্যালয়ে নেমন্তণের নিষেধাজ্ঞা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)	১৯
* শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনার রূহানী কর্মসূচী		২০

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ২৪শ সংখ্যা

১৭ই বৈশাখ, ১৩৮৭ বাংলা : ৩০শে এপ্রিল ১৯৮১ ইং : ৩০শে শাহাদত, ১৩৬০ হিঃ শামসী

সুরা বাকারা

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ২৮৭ আয়াত ও ৪০ রুকু আছে।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৭)

৩২শ রুকু

২৪৪। তোমাদের নিকট কি তাহাদের সংবাদ পৌঁছে নাই, যাহারা (সংখ্যায়) হাজার হাজার হইয়াও মৃত্যুভয়ে নিজেদের গৃহত্যাগ করিয়াছিল? অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা মরিয়া যাও, ইহার পর তিনি তাহাদিগকে জীবিত করিলেন, আল্লাহ্ নিশ্চয় মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞ হয় না।

২৪৫। এবং তোমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর এবং জানিয়া রাখ যে আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

২৪৬। কেহ কি আছ যে আল্লাহ্কে নিজ মালের এক উত্তম অংশ কাটিয়া দিবে, যাহাতে তিনি উহাকে তাহার জন্য বহুগুণে বাড়াইয়া দেন? এবং আল্লাহ্র (ইহাও সুন্নত যে তিনি বান্দার মাল) লইয়া থাকেন এবং বাড়াইয়া থাকেন; এবং (অবশেষে) তোমাদিগকে তাঁহার দিকে ফিরাইয়া আনা হইবে।

২৪৭। তুমি কি বনি ইসরাইলের ঐ সকল নেতাগণের অবস্থা অবগত হও নাই যাহারা মুসার পরে গত হইয়াছে? যখন তাহারা তাহাদের এক নবীকে বলিয়াছিল, আমাদের জন্য কোন (ব্যক্তিকে) বাদশাহ নিযুক্ত করিয়া দাও যেন আমরা (তাহার অধীন হইয়া) আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করিতে পারি? সে বলিল, এমনতো হইবে না যে, তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হইলে তোমরা যুদ্ধ করিবে না? তাহারা বলিল, (এইরূপ হইবে না) এবং আমাদের কি হইয়াছে যে আমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করিব না? অথচ আমাদিগকে আমাদের গৃহ হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছে এবং স্বীয় সন্তান-সন্ততি হইতে (বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে)। কিন্তু যখন তাহাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হইল, তখন তাহাদের মধ্য হইতে (মাত্র) অল্প সংখ্যক ব্যতীত (বাকী) সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল; এবং আল্লাহ্ সীমা-লঙ্ঘনকারীকে সবিশেষ জানেন।

২৪৮। এবং তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিল, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য তালুতকে (অর্থাৎ জাদ্উনকে) বাদশাহ বানাইয়া (এই কাজের জন্য) নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহারা বলিল, সে কি প্রকারে আমাদের উপর শাসনাধিকার পাইতে পারে যখন তাহার চাইতে আমরা

হুকুমতের বেশী হকদার? এবং তাহাকে (এমন কিছু) আর্থিক প্রাচুর্যও দেওয়া হয় নাই। সে বলিল, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাহাকে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন, এবং তিনি তাহাকে জ্ঞান ও দৈহিক বলে (তোমাদের তুলনায়) অধিক সমৃদ্ধ করিয়াছেন; এবং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন স্বীয় হুকুমত দান করেন; এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যদাতা ও সর্বজ্ঞ।

১৪৯। এবং তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিল, নিশ্চয়ই তাহার হুকুমতের নিদর্শন ইহাও যে তোমাদের নিকট (এমন) এক সিন্দুক আসিবে যাহার মধ্যে তোমাদের রবের পক্ষ হইতে মনের প্রশান্তি থাকিবে এবং উহার উত্তম অবশিষ্টাংশ, যাহা মুসার বংশধরগণ ও হারুনের বংশধরগণ (তাহাদের পিছনে) ছড়িয়া গিয়াছে; উহা ফেরেশ্তাগণ বহণ করিবে, যদি তোমরা মোমেন হইয়া থাক তাহা হইলে ইহাতে (অর্থাৎ এই বিষয়ে) তোমাদের জন্য নিশ্চয়ই নিদর্শন রহিয়াছে।

৩৩শ রুকু

২৫০। এবং যখন তালূত (আপন) সৈন্যবাহিনীসহ বাহির হইল, তখন সে বলিল, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমাদিগকে এক নদীর দ্বারা পরীক্ষা করিবেন। অতএব যেকেহ উহা হইতে (পেট ভরিয়া) পানি পান করিবে, সে আমার সহিত (সংযুক্ত) থাকিবে না এবং যেকেহ উহা হইতে স্বাদ গ্রহণ করিবে না, নিশ্চয়ই সে আমার সহিত সংযুক্ত থাকিবে, কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে তাহার হস্ত দ্বারা এক গণ্ডুষ মাত্র পান করিবে (তাহার কোন দোষ হইবে না)। পরে (এইরূপ ঘটিল যে) তাহাদের মধ্য হইতে অল্প সংখ্যক ব্যতীত বাকী সকলে উহা হইতে (পানি) পান করিল: এবং যখন সে নিজে এবং যাহারা তাহার সহিত ঈমান আনিয়াছিল নদী অতিক্রম করিল, (তখন) তাহারা বলিল, আজ জালূত এবং তাহার সৈন্য-বাহিনীর সহিত মোকাবেলা করিবার আমাদের আদৌ ক্ষমতা নাই; কিন্তু যাহারা বিশ্বাস রাখিত যে তাহারা (একদিন) আল্লাহ্র সহিত মিলিত হইবে, তাহারা বলিল, কত না ছোট জামাআত আল্লাহ্র হুকুমে বড় জামাআতের উপর জয়যুক্ত হইয়াছে; এবং আল্লাহ্ ধৈর্য্যশীলদের সংগে আছেন।

২৫১। এবং যখন তাহারা জালূত ও তাহার সৈন্যবাহিনীর (সহিত মোকাবেলা করিবার) জন্য বাহির হইল, তখন তাহারা বলিল, হে আমাদের রব! আমাদের উপর ধৈর্য্যধারনের ক্ষমতা নাযেল কর এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের কদমকে মজবুত রাখ এবং কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য কর।

২৫২। অতঃপর তাহারা (যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং) আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী তাহাদিগকে পরাস্ত করিল। এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করিল এবং আল্লাহ্ তাহাকে হুকুমত ও হিকমত দান করিলেন এবং তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন উহা তাহাকে শিক্ষা দিলেন এবং আল্লাহ্ যদি মানবজাতিকে (দুষ্টমি হইতে) না রুখিতেন অর্থাৎ কতক (লোক)-কে অন্য কতকের দ্বারা (না রুখিতেন) তাহা হইলে যমীন উলট-পালট হইয়া যাইত; কিন্তু আল্লাহ্ সকল জাহানের উপর বড়ই অনুগ্রহশীল।

২৫৩। এইগুলি আল্লাহ্র নিদর্শন, যাহা আমরা সত্যসহ তোমার নিকট পড়িয়া শুনাইতেছি; এবং নিশ্চয়ই তুমি রসুলগণের অন্যতম।

(ক্রমশ:)

হাদিস শরীফ

মুহাম্মদীয় উম্মৎ ও উম্মতী নবী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৪৯২। হযরত জাবের বিন্ সামুরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : যখন এই রোমক সম্রাট কৈসরের মৃত্যু হইবে, তখন তাহার পর এই শানি-শওকতের অন্য কোনো কৈসর হইবে না এবং এই খুসরু (পারষ্য) সম্রাট মরিবে, তখন তাহার পরে এই প্রতাপান্বিত আর কোনো খুসরু হইবে না। অর্থাৎ তোমাদের দ্বারা এই সাম্রাজ্য গুলির শান-শওকত ধ্বংস করা হইবে। সেই পবিত্র সত্তার কসম! যাঁহার কুদরতের করগত আমার প্রাণ, তোমরা এই বাদশাহগণের ধনাগার আল্লাহ্তায়ালার পথে অকুণ্ঠ বিতরণ করিবে। ['বুখারী ; কিতাবুল ঈমান ওয়ানন্যুর ; 'বাবু কাউলুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম : ২:৯৮১ পৃঃ]

৪৯৩। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : 'তোমাদের পূর্বে বনি-ইস্রাইলের শাসন ও কর্তৃত্ব সপোর্দ ছিল নবীগণের উপরে। যখন কোনো নবী অন্তর্ধান করিতেন, তখন তাঁহার স্থলবর্তী করা হইত অন্য নবীকে। তিনি তাঁহার স্বতন্ত্র আদেশ-নিষেধ জারি করিতেন। কিন্তু আমার পরে এমন কোন নবী আসিবেন না, যিনি তাঁহার স্বতন্ত্র আদেশ-নিষেধ জারি করিবেন। বরং আমার পর আমারই আদেশ-নিষেধ পালনকারী খলিফাগণ হইবেন এবং ফসাদের সময় কখনও কখনও একাধিক ব্যক্তি খিলাফতের দাবীদার হইবে।" সাহাবাগণ (রাযিঃ) নিবেদন করিলেন : "এতদবস্থায় আপনার (সাঃ) নির্দেশ কি? তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : যাহার প্রথম 'বয়াত' করা হয়, তাহার বয়েতের প্রতিজ্ঞা পালন করিবে এবং তাহাকে তাহার হক দিবে। খলিফাগণ আল্লাহ্তায়ালার হুজুরে নিজেরাই দায়ী থাকিবেন। তাঁহাদের নিকট তিনি তাহাদের কর্তব্য পালন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের দায়িত্ব কিরূপে নির্বাহ করিয়াছেন।" ['মুসলিম ; ২:২০৬ পৃঃ ও 'মুস্নদে আহমদ ; ২:২৯৭ পৃঃ]

(ক্রমশঃ)

['হাদিকাতুল সালেহীন গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ]

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

মানুষের পরম সৌভাগ্য এবং তাহার নিরাপত্তার প্রকৃত উপায় হইল দোওয়া। ইহা এক জীবন-প্রদায়ক উৎস; মানুষের উচিত উহা হইতে আকণ্ঠ পান করা এবং পুরাপুরি নিজেকে সিঞ্চিত করা।

"দোওয়া এক অসাধারণ বিরাট শক্তি, যদ্বারা (জীবনের) বড় বড় কঠিন সমস্যার সমাধান হইয়া যায় এবং দুর্গম ও দুর্লঙ্ঘ্য পথ-ঘাটা অতিক্রম করিতে মানুষ সক্ষম হয়। কেননা দোওয়া আল্লাহ্‌তায়ালা হইতে প্রবহমান কল্যাণ ও শক্তিকে আহরণ করার জন্য নল বিশেষ। যে ব্যক্তি অধিক পর্যায়ে দোওয়ায় রত থাকে, সে পরিশেষে সেই কল্যাণ ও শক্তিকে আহরণ করিতে সক্ষম হয় এবং খোদাতায়ালা হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়া স্বীয় উদ্দেশ্যাবলীতে সফলকাম হয়। অবশ্য শুধুমাত্র দোওয়া খোদাতায়ালার অভিপ্রেত নয়। বরং প্রথমতঃ মানুষ যেন যাবতীয় উদ্যোগ-প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে এবং উহার পাশাপাশি দোওয়া করিতে থাকে এবং পার্থিব উপায়-উপকরণকেও প্রয়োগ করে। উপায়-উপকরণ প্রয়োগে চেষ্টিত না হওয়া এবং শুধু দোওয়ায় রতহওয়া—ইহা দোওয়ার আদব-কায়দা ও রীতি-নীতি সম্বন্ধে অজ্ঞতারই পরিচায়ক এবং খোদাতায়ালাকে পরীক্ষা করার (মত ধৃষ্টতার) শামিল। তেমনি শুধু পার্থিব উপায়-উপকরণে নিমগ্ন হওয়া এবং দোওয়াকে অনাবশ্যক ও অস্তিত্বহীন কিছু একটা মনে করা নাস্তিকতার নামান্তর। নিশ্চয়ই জানিও, দোওয়া এক বিরাট সম্পদ। যে ব্যক্তি দোওয়া পরিত্যাগ করে না, তাহার দ্বীন ও দুনিয়া বিপদগ্রস্ত হইবে না। সে এরূপ এক দুর্গে সুরক্ষিত, যাহার চারিদিক সসস্ত্র সেনা সর্বক্ষণ রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি দোওয়ার প্রতি উদাসীন, তাহার অবস্থা সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে নিজে নিরস্ত্র, তদুপরি দুর্বলও। তারপর সে রহিয়াছে বন্য ও হিংস্র জন্তুতে ভরা এক জঙ্গলের মধ্যে। সে অনায়াসেই বুঝিতে পারে যে, সে আদৌ নিরাপদ নয়। মুহূর্তের মধ্যেই সে হিংস্র জীবের শিকারে পরিণত হইবে এবং তাহার হাড়-মাংসও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। সেইজন্য স্মরণ রাখিও যে, মানুষের পরম সৌভাগ্য এবং তাহার নিরাপত্তার প্রকৃত ও অভ্রান্ত উপায় হইল দোওয়া। এই দোওয়াই হইল তাহার আশ্রয়-স্থল যদি সে সদাসর্বদা উহাতে নিমগ্ন থাকে।

ইহাও নিশ্চিত জানিবে যে, এই স্বর্গীয় অস্ত্র ও নেয়ামত কেবল ইসলামেই প্রদান করা হইয়াছে। অপরাপর ধর্ম এই মহা নেয়ামত হইতে বঞ্চিত।.....এই বিশিষ্ট সম্মান ও অনুগ্রহ

ইসলামের জন্যই নির্দিষ্ট এবং সেজন্যই এই উম্মত মর্যাদাপ্রাপ্ত ('শ্রেষ্ঠ উম্মত')। কিন্তু (ইহার অনুসারীবৃন্দ) যদি নিজেরাই এই দুয়ারটিকে বন্ধ করে, তাহা হইলে ইহার জন্য গোনাহ্ বা ক্ষতি কাহার হইবে? একটি জীবন-প্রদায়ক নির্ঝরিণী যখন বিদ্যমান রহিয়াছে এবং সর্বক্ষণই উহা হইতে তাহারা (অমৃত-সুধা) পান করিতে পারে, তথাপি যদি কেহ উহার দ্বারা সিঞ্চিত না হয়, তাহা হইলে সে নিজেই মৃত্যু প্রত্যাসী এবং ধ্বংসের জন্য লালায়িত। বরঞ্চ তাহার উচিত সেই উৎসের উপর মুখ রাখিয়া দেওয়া এবং পুরাপুরি তৃপ্তি সহকারে আকণ্ঠ পান করা। ইহা আমার উপদেশ, যাহা আমি সমগ্র কুরআনী উপদেশাবলীর সার-বস্তু বলিয়া মনে করি।' (মলফুজাত, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ১৯২—১৯৩)

"পরীক্ষা ও সংকট-মুহূর্তগুলিতেই দোওয়ার কল্পনাতীত ও বিস্ময়কর ক্রিয়া, গুণ ও প্রভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে। এবং সত্য কথা এই যে, দোওয়ার মাধ্যমেই তো আমাদের খোদার প্রকৃত স্বরূপ ও পরিচয় জানা যায়।" (মলফুজাত' তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২০১)

অনুবাদ :— মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

সালানা জলসার গুরুত্ব ও মহৎ উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কতিপয় পবিত্র বাণী

জলসার গুরুত্ব এবং যোগদানের তাকিদ ঃ

'বহুবিধ কল্যাণময় উদ্দেশ্য ও উপকরণ সমন্বিত এই জলসায় পথ খরচের সামর্থ রাখেন সেইরূপ সকল ব্যক্তিকেই যোগদান করা আবশ্যকীয়। তাঁহারা যেন প্রয়োজনীয় বিছনাপত্র ইত্যাদিও সঙ্গে আনেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলের (সন্তুষ্টি লাভের) পথে সামান্য সামান্য বাধা-বিপত্তিকে ভ্রুক্ষেপ না করেন। খোদাতায়ালা মুখলেস (খাঁটি ও সরল) ব্যক্তিগণকে পদে পদে সওয়াব প্রদান করিয়া থাকেন এবং তাঁহার পথে কোন পরিশ্রম বা কষ্ট ব্যর্থ যায় না।

পুনঃ লিখিতেছি যে, এই জলসাকে সাধারণ জলসাগুলির ন্যায় মনে করিবেন না। ইহা সেই বিষয়, যাহার ভিত্তি একান্তভাবে সত্যের সমর্থন এবং ইসলামের কলেমার মর্যাদা বৃদ্ধির উপরে স্থাপিত। ইহার ভিত্তি-প্রস্তর আল্লাহ্‌তায়ালা নিজ হস্তে রাখিয়াছেন এবং ইহার জন্য জাতিবর্গকে প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহারা অচিরেই আসিয়া ইহাতে যোগদান করিবে। কেননা ইহা সেই সর্বশক্তিমান খোদার কার্য, যাঁহার সম্মুখে কোন কিছুই অসম্ভব নহে।

জলসার উদ্দেশ্যাবলী ঃ

(১) "এই জলসার একটি মহত উদ্দেশ্য ইহাও যে প্রত্যেক মুখলেস নিষ্ঠাবান যেন মুখোমুখীভাবে দ্বীনি কল্যাণ লাভের সুযোগ পান এবং তাঁহার ধর্মীয় জ্ঞানের উন্মেষ ও প্রসার সাধিত হয় এবং ঈমান ও মা'রেফাত সমৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করে।"

(২) "একমাত্র জ্ঞান-সঞ্চার ও ইসলামের সাহায্য কল্পে পারস্পরিক পরামর্শ এবং ভ্রাতৃ-মিলনের উদ্দেশ্যেই এই (মহতি) জলসার অনুষ্ঠান প্রবর্তন করা হইয়াছে।"

(অবশিষ্টাংশ ৮-এর পাতায় দেখুন)

জুমার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১ইং তারিখে মসজিদে আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

দোওয়া ব্যতিরেকে জীবনের কোন স্বাদ নাই। উহা ব্যতিরেকে না আমরা কোনকিছু লাভ করিতে পারি, না আমাদের বংশধরগনই।

জামাতে আহমদীয়ার বৈশিষ্ট্য ও আলামত এই যে, তাহাদের দোওয়া হইতে সৃষ্টি-জগতের কোনকিছুই যেন বঞ্চিত না থাকে।

হযরত মোহাম্মদ (সালাল্লাহুঃ)-এর কল্যাণ-প্রবাহ সমগ্র আলামীন তথা বিশ্ব জগতকে বেষ্টিত করিয়া আছে, কাজেই তাঁহার অনুসারীদিগের দোওয়াও সমগ্র আলামীনকেই বেষ্টন করা উচিত।

অধিক দোওয়া করুন যাহাতে এই যুগের জন্য আল্লাহতায়ালার নির্ধারিত ওয়াদা সমূহ এই যুগের মানুষের জীবদ্দশায় পূর্ণতা লাভ করে।

তাশাহুদ ও তায়ওউজ এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন :

সুস্থতার সহিত অসুস্থতা পর্যায়ক্রমে এখনও চলিতেছে। মধ্যে মধ্যে আরগ্য হয়, আবার রোগ ফিরিয়া আসে। কয়েকদিন আমি ইসলামাবাদে থাকি, সেখানে চেক-আপ করাই, কতকগুলি টেষ্ট গ্রহণ করা হয় এবং পুনরায় একমাসের জন্য এ্যান্টিবায়োটিক ঔষধের কোর্স সাব্যস্ত করা হয়।

রোগ-ব্যধি মানুষের সহিত লাগিয়া আছে। এজন্য যে, ভুল করা মানুষের স্বভাব। কুরআন-করীম বলিয়াছে : "ইযা মারেযতু" (আল-শুয়ারা : ৮১)—মানুষ কোন না কোন ভুল করে, ফলে অসুস্থ হইয়া পড়ে কিন্তু সেফা বা আরোগ্য আল্লাহ্তায়ালার হাতে। এবং আল্লাহ্-তারালার নিকট হইতে যে সুফল বা যাহা কিছুই লাভ করার থাকে, উহার জন্য দোওয়া করিতে হয়।

আমিও দোওয়া করি এবং আপনাদের কাছেও আশা রাখি যে, আপনারাও দোওয়া করিবেন, যেন আল্লাহ্তায়ালা স্বাস্থ্য দান করেন এবং অধিকতর কাজ করার সামর্থ্য ও তওফিক দেন। আমীন।

দায়িত্বস্বরূপ যে কাজ, উহা তো সম্পন্ন করিতেই হয় এবং করা উচিত ; উহা না তো আপনাদের উপর কোন এহসান, না অন্য কাহারও উপর। এই অসুখের মধ্যেও যখনই কিছুটা আরোগ্য লাভ হয় তখনই রাত্রি দুই-দুই ঘটিকা পর্যন্ত কর্মরত থাকিয়া জমা ডাক নিষ্কাসন করিতে হয়, কিন্তু যখন অসুখ থাকি এবং এমন কতকদিন আসে যখন মানুষ কাজ করিতে অক্ষম থাকে তখন আবার কাজ জমিতে থাকে। অতঃপর রোগমুক্ত হইয়া কাজ বেশী পরিমাণ করিতে হয়। ইহাও একটি ধারাবাহিক শৃঙ্খলের ন্যায় অব্যহত আছে।

এবং ইহাও আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল যে, আমার কাজে ব্যস্ত ও নিমগ্ন থাকার সময়ে আমি আমার অসুস্থতা অনুভব করি না, এবং বন্ধুদের সঙ্গে যখন আমি সাক্ষাৎরত থাকি তখনও প্রফুল্লতার মধ্যে ইহাও অনুভব করি যে, বন্ধুগণ আমার শারীরিক দুর্বলতাকে আদৌ অনুভব করিতে পারেন না বরং একথাই বলেন – যেমন এবারও জৈনক ডাক্তার সাহেব আমাকে বলিতে-ছিলেন যে, 'আপনাকে আপাতঃ দৃষ্টিতে স্বাস্থ্যবান বলিয়াই মনে হয়।' আমি বলিয়াছিলাম, 'আমি চিরকালই ভাল থাকি ; ইহা আল্লাহ্‌তায়ালারই ফজল।'

বস্তুতঃ দোওয়া ব্যতিরেকে তো জীবনের কোনই স্বাদ নাই। এবং দোওয়া ব্যতিরেকে না আমরা কোনকিছু পাইতে পারি, না আমাদের বংশধরগণই কিছু পাইতে পারে, না কোন কিছু পাইতে পারে বর্তমান যুগের সেই মানবমণ্ডলী, যাহারা ধ্বংস-গহ্বরের কিনারায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সেইজন্য জামাত আহমদীয়ার কর্তব্য এই যে, তাহারা যেন অত্যাধিক বেশী দোওয়া করেন। জামাত আহমদীয়ার গুণগত বৈশিষ্ট ও পরিচয় মূলক চিহ্ন এই যে, তাহাদের দোওয়া অগণিত দিক ও শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত। আমাদের দোওয়া হইতে বঞ্চিত থাকে বিশ্ব-জগতে এমন কোন বস্তু থাকা উচিত নয়। কেননা আমরা হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুগামী ও তাঁহার পদাঙ্ক-অনুসারী—তাঁহার সম্বন্ধেই আল্লাহ্‌তায়ালা ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি রহমতুল্লিল-আলামীন' অর্থাৎ জগতমালার প্রতিটি জিনিস তাঁহার রহমত ও করুণার মুখাপেক্ষী, এবং উহা তাঁহার রহমতকে স্বীয় সত্তায় গ্রহণ ও আহরণ করিয়া চলিয়াছে। হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর কল্যাণ-প্রবাহ স্বীয় ব্যাপকতায় আলামীনকে বেষ্টিত করিয়া আছে, এবং যাহারা তাঁহার গৃহের নগণ্য দাস, তাহাদের দোওয়াও এই আলামীনকে বেষ্টিত করা উচিত। বর্তমান মানবতা আমাদের দোওয়ার অত্যন্ত মুখাপেক্ষী। বর্তমানে আমাদের ভ্রাতাগণ আমাদের দোওয়ার অত্যন্ত মুখাপেক্ষী। আমাদের দোওয়া করার ক্ষমতা ও সাহস-বলও আমাদের দোওয়ার অত্যন্ত মুখাপেক্ষী।

পূর্ণ উপলব্ধি ও সন্দেহাতীত জ্ঞানের ভিত্তিতেই আমি বলিতেছি যে, আমি অনুভব করিয়াছি, এই পৃথিবী এমনই এক প্রকৃতির ধাঁচে গঠিত এবং এখানকার কর্মব্যস্ততা এমন ধরনের যে, মানুষ যদি সদা সতর্ক ও সজাগ থাকিয়া দোওয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ না রাখে, তাহা হইলে দোওয়া করার ক্ষেত্রে তাহার গাফলতি ও বিচ্যুতি ঘটিয়া যায়। সেইজন্য আমি বারংবার জামাতকে দোওয়ার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাইতেছি এবং নিজেও নিত্য সেইদিকে সজাগ থাকি।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর একটি দোওয়া কুরআন করীম আমাদের পথ-নির্দেশনার উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত করিয়াছে :

'আসা আল্লা আকুনা বেদুয়ায়ে রাব্বি শাকিইয়া' (সুরা মরিয়ম ৪৭ আয়াত)।

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আমার রবের সমীপে ঝুকিয়া দোওয়া করার পরিণামে আমার ভাগ্য বিঘোরে থাকিবে না।'

সুতরাং নিজের ভাগ্যকে জাগরিত করার জন্য দোওয়ার প্রয়োজন। কেননা উহা আল্লাহ্-তায়ালারই মুষ্ঠির মধ্যে নিস্ত্রিত এবং যাহা কিছু লাভ করার শক্তি ও ক্ষমতা তিনি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই নিহিত করিয়াছেন এবং যাহা দান করার জন্য তিনি সদা প্রস্তুতও আছেন, তাঁহার রহমতের ফলেই, সে সবকিছু লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে। যদি আমরা বঞ্চিত থাকি, তাহা হইলে উহার জন্য আমরাই দায়ী; আমাদের রব নহেন। আমাদের আল্লাহ্তায়ালা ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে 'প্রত্যেক প্রকারের রবুবিয়ত ও প্রতিপালনের দায়িত্ব আমার।' যিনি আমাদের রব, তাহার প্রতি যদি আমরা মনোযোগী না হই, তাহা হইলে যাহারা আমাদের রব নয় তাহাদের নিকট হইতে আমরা কি বা লাভ করিতে পারি? কিছুই নয়।

সুতরাং অনেক বেশী দোওয়া করুন, অনেক বেশী দোওয়া করুন, যাহাতে আল্লাহ্তায়ালা এই যুগের মানুষের জন্য যে সকল ওয়াদা করিয়াছিলেন, সেগুলি যেন এই যুগের মানুষের জীবনে পূর্ণভালাভ করে। এবং এই জামানার মানুষের গাফলতি ও অবজ্ঞার ফলশ্রুতিতে সেগুলির পূর্ণতায় বিলম্ব বা বিরতি না ঘটে। ইহার জন্য আমি আপনাদিগকে পুনরায় স্মরণ করাইব। নিজেদের সন্তানদের শিক্ষা ও তরবিয়তের দিকেও আপনাদের বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে এই বুনিয়াদী সত্যটি উপলব্ধি করার তওফিক দিন, যাহাতে ইহা সদা-সর্বদা আমাদের মনে থাকে এবং তদনুযায়ী আমরা আমল করিতে পারি। আল্লাহুম্মা আমীন। (আল-ফজল, ২৮শে মার্চ ১৯৮১ইং হইতে অনুদিত)

—আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ, সদর মুরুব্বী

(৫-এর পাতার পর)

জলসায় যোগদানকারীগণের জন্য বিশেষ দোওয়াঃ

"অবশেষে আমি দোওয়া করিতেছি, আল্লাহ্তায়ালা যেন এই লিল্লাহী (—আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কল্পে অনুষ্ঠিতব্য) জলসার উদ্দেশ্যে সফর অবলম্বনকারী প্রত্যেক ব্যক্তির সাথী হন, তাহাদিগকে মহান পুরস্কারে ভূষিত করেন, সকল বাধা-বিঘ্ন ও দুঃখ-কষ্ট এবং উদ্বেগজনক অবস্থা তাহাদিগের জন্য সহজ করিয়া দেন, তাহাদের সকল দুশিন্তা ও দুর্ভাবনা দূর করেন, তাহাদিগকে প্রত্যেক বিপদ ও কষ্ট হইতে নিস্কৃতি দান করেন, তাহাদের সকল শুভ কামনা পূরণের পথ তাহাদের জন্য উন্মুক্ত ও সুগম করেন ও পরকালে তাহাদিগকে সেই সকল বান্দার সহিত লক্ষিত করেন যাহাদের উপর তাঁহার বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ বিরাজ করে এবং তাহাদের সফরকালীন অনুপস্থিতিতে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হন।

হে খোদা! হে মর্যাদা ও বদান্যতার আধার! করুণাকর ও বাধা-বিপত্তি নিরসনকারী! এই দোওয়া সকল কবুল কর এবং আমাদিগকে আমাদের বিরুদ্ধবাদীদিগের উপর উজ্জ্বল ঐশী-নিদর্শনাবলী সহকারে বিজয় দান কর, কেননা সকল প্রকার শক্তি ও ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী তুমিই। আমীন পুনঃ আমীন।"

অনুবাদ—আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ, সদর মুরুব্বী।

জামাতের বন্ধুদের উদ্দেশ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণী

হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

[হযরত মুসলেহ মওউদ রাঃ ১৯৫৫ সনে ইউরোপ সফরে যাওয়ার পূর্বে জামাতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়গাম দান করিয়াছিলেন। উক্ত পয়গামে কতকগুলি অতীব জরুরী বিষয়ের দিকে বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করান হইয়াছে ; জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও শৃঙ্খলা এবং জামাতী স্বার্থ ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধানের তাকিদ ও পরিপ্রেক্ষিতে আজও হুজুরের এই পয়গামে নির্দেশিত বিষয়াবলীর গুরুত্ব অপরিসীম এবং সেগুলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া হুজুরের নির্দেশ ও উপদেশ অনুযায়ী আমাদের সযত্নে আমল করা অত্যাবশ্যকীয়।]

"আমি কিছুটা উদ্বেগ অনুভব করিলেও নিরাশ নই। কেননা আমি মনে করি যে আল্লাহ্‌তায়ালা আমার দোওয়ার জওয়াবে স্বীয় সাহায্য নিশ্চয় প্রেরণ করিবেন এবং অলৌকিক রঙেই সেই সাহায্য তিনি প্রেরণ করিবেন। যদি আমার দোওয়ার সমর্থনে জামাতের দোওয়াও শামিল থাকে তাহা হইলে ইনশাআল্লাহ্‌ দোওয়ার তাসির বাড়িয়া যাইবে। বন্ধুদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যখনই দায়িত্বশীল কর্মকর্তাগণ এদিক-ওদিক থাকেন অনুপস্থিত অথবা অন্য কোন জরুরী কাজে ব্যস্ত থাকেন) তখন দুষ্ট লোক ফেৎনা সৃষ্টি করিয়া থাকে। আমাদের জামাতেও যে এরূপ লোক নাই এমন নয়। কতক লোক মর্যাদা অভিলাষী হইয়া থাকে। এধরনের যে কোন ব্যক্তিরই উদ্ভব ঘটুক না কেন অথবা যে কেহই এরূপ আওয়াজ উত্থাপন করুক না কেন—সে কোন গ্রাম বা শহর কিম্বা যে কোন অঞ্চল হইতেই হউক—তাহার কথা আপনারা কখনও সহ্য করিবেন না। কখনও ইহা মনে করিবেন না যে ইহা একটি সামান্য বিষয়। ফেৎনা, ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলতা আদৌ সামান্য বিষয় হইতে পারে না। হাদীসাবলী ইহার সাক্ষ্য বহণ করে। যখনই কোন ব্যক্তি বিভেদ ও এখতেলাফ মূলক আওয়াজ উত্থাপন করে, তৎক্ষণাৎ 'লা হওল' ও ইস্তেগফার' পড়ুন এবং যদিও আপনি বয়সে বা মর্যাদায় ছোটই হউন না কেন এবং আপনার বড়জনই বা সেই ফেৎনা-কারী ব্যক্তির কথায় সায় দিক না কেন—তৎক্ষণাৎ মজলিসে দাঁড়াইয়া পড়ুন এবং 'লা হওল' পড়িয়া বলিয়া দিন যে, 'আমরা আহমদীয়াত খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিয়াছিলাম ; আমাদের আসমানী পিতা হইলেন খোদাতায়ালা এবং আমাদের রুহানী পিতা হইলেন মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ; জামাতের মধ্যে ফেৎনা সৃষ্টির কথা যদি আমাদের কোন প্রিয়তম ব্যক্তি কর্তৃকও উত্থাপিত হয়, তাহা হইলে আমরা উহার মোকাবিলা করিব।"

(আল-ফজল ২৩শে মার্চ, ১৯৫৫ইং)

অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত মীর্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৬৬)

নিরাপত্তার মহা-প্রাচীর

পবিত্র রসুল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আমাদের নিরাপত্তার জন্য একটি প্রাচীর স্বরূপ ছিলেন প্রতিশ্রুত মসীহ আর একটি নিরাপত্তা-প্রাচীর। যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-কে অস্বীকার করে সে নিরাপত্তা সীমার বাইরে অবস্থান করছে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের যুগে ইসলামের পুনর্জীবনের জন্য আল্লাহ্-তায়ালা যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেগুলোর সঙ্গে প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর আগমণের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহ্তায়ালার ফজলে ইসলামের পুনর্জীবন এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ হবেই এবং তা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হবে। যে বৃক্ষ শুকিয়ে যাচ্ছে তার শাখা-প্রশাখা পুনরায় সবুজ-শ্যামলীময় পল্লবিত হতে পারে যদি যথাসময়ে আকাশ হতে বৃষ্টিধারা নেমে আসে। তেমনিভাবে আজ এযুগে প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমনের ফলে শুস্ক ও মৃত্যুপ্রায় ইসলাম রূপ বৃক্ষটি সবুজ সমারোহে ক্রমান্বয়ে পুনরায় পল্লবিত হয়ে উঠছে। তাঁর অনুসারীদের মনে আল্লাহ্তায়ালার সবিশেষ অনুগ্রহে নতুন ধর্মীয় অনুপ্রেরণা, শক্তি এবং নব আশার আলোক সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। যীশুকে এখন খোদা বা খোদার পুত্র হিসাবে উপাসনা করা যাবে না। খোদাতায়ালা অত্যন্ত দয়ালু এবং করুণাময় কিন্তু তিনি তাঁর অনুপম বৈশিষ্টময় সত্ত্ব এবং একত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। তিনি অপেক্ষা করেছেন মানুষ তাঁর মহা-গ্রন্থ পবিত্র কুরআনের পথে আকৃষ্ট হবে কিন্তু কালক্রমে তারা অনেক দূরে সরে চলে গিয়েছে। এই পবিত্র গ্রন্থেই এ সম্বন্ধে যে সতর্কবাণী ছিল, মানুষ তা ভুলে গিয়েছে :

"ওয়া কালার রাসুলু ইয়া রাব্বে ইন্না কাওমিত্ তাখাযু' হাজাল কুরআনা মাহজুরা"। আর্থাৎ—"এবং রসুল এ কথা বলবেন :" হে আমার রব, আমার উম্মত এই কুরআনকে পরিত্যাক্ত বস্তুতে পরিণত করেছে।" (সুরা আল-ফুরকান : ৩১)

এতে আশ্চার্যের কিছু নেই যে, যারা তাঁর পবিত্র গ্রন্থ কুরআনকে পরিত্যাগ করেছে, আল্লাহ্তায়ালা তাদের প্রতি পুনরায় ততক্ষণ পর্যন্ত সাদয় দৃষ্টি দিবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আঃ)-এর হস্তে এই অঙ্গীকার না করে যে, তারা এখন থেকে এই পবিত্র গ্রন্থ কুরআনের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করবে না এবং অতীতের অবহেলা ও ভ্রান্তির জন্য এখন থেকে অনুতপ্ত হৃদয়ে ইসলামের খেদমতের জন্য সংকল্পবদ্ধ হবে। তারা খোদার পরিবর্তে এই পৃথিবীকেই অধিকতর ভালবেসেছিল। যার ফলে আল্লাহ্তায়ালা এই পৃথিবীর সুখ-সম্পদকে তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন। তারা পবিত্র রসুল হযরত

মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ইন্তেকালকে সহজে মেনে নিয়েছে এবং তিনি এই পৃথিবীতেই সমাহিত হয়েছেন বলে তারা স্বীকার করে কিন্তু অন্যদিকে তারা এ কথা বলে যে মসীহ নাসেরী এখনো ইন্তেকাল করেন নাই এবং তিনি আকাশে এখন পর্যন্ত জীবিত আছেন! আল্লাহ্‌-তায়ালাও তাদের এই পৃথিবীতে অবনমিত করেছেন এবং খ্রীষ্টানদেক তাদের উপর শাসক বানিয়ে দিয়েছেন। মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ হলো এই যে মুসলমানরা আল্লাহ্‌তায়ালার বিরোধিতা করেছে (অর্থাৎ ঈসা মসীহকে আসমানে জীবিত রেখে নবী সম্রাট হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে এই পৃথিবীতে সমাহিত রেখেছে)। সুতরাং মুসলমানরা যদি সত্যিকার উন্নতি লাভ করতে চায় তাহলে সর্বপ্রথমে আল্লাহ্‌তায়ালার সঙ্গে শান্তি ও সমঝোতায় আসতে হবে। সেই ব্যক্তিই ধন্য যে খোদাতায়ালার পথে দ্রুত অগ্রসর হয় এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর প্রসারিত হাতে হাত রেখে ইসলামের সেবার নিমিত্ত সংকল্পবদ্ধ হয়।

মনে রাখতে হবে যে, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর আগমন কোন মামুলি ঘটনা নয়। কেননা পবিত্র রসুল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং তাঁকে 'সালাম' পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেছেন। তিনি মুসলমানদের আরো বলেছেন যে, অত্যাধিক কষ্টকর এবং ক্লান্তিকর যাত্রা পথ অতিক্রম করে হলেও তাঁর নিকট যেতে এবং তাঁর সঙ্ঘে যোগদান করতে। হযরত মসীহ ও মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ শুধু ইসলামেই নয়, অন্যান্য সকল ধর্মের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সুতরাং সেই প্রতিশ্রুত ব্যক্তি নিশ্চয়ই বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবেন যাঁর আগমন সম্বন্ধে এত জন নবী-রসুলের ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ পূর্ণ হয়েছে এবং তাঁদের উম্মতকে এই সকল নবী রসুল সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ থেকে কোন রসুলের আগমন খুবই বিরল ঘটনা। আর হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর মত মহান মর্যাদা-সম্পন্ন রসুলের (হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর গোলাম হিসাবে, আগমন সত্যই আরো বেশী বিরল ঘটনা: মুসলমানদের মধ্যে তাঁর চেয়ে মহত্তর আর কেউ নাও আসতে পারেন। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর অনুসারীদের মধ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর নেতৃত্ব অনুপম মর্যাদার অধিকারী। তাই আমাদের মনে রাখা উচিত যে আমাদের এই যুগ কত মূল্যবান এবং হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ -কে জানা এবং তাঁর দলে যোগদান করা কত কেশী গুরুত্বপূর্ণ।

খোদাতায়ালা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন জামাতে সর্ব প্রথম দরিদ্র ব্যক্তিরাই যোগদান করে। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে সেই জামাত চিরকালের জন্য দরিদ্রই থেকে যায় না। সেই জামাতের শিকড় ক্রমান্বয়ে আরো গভীরে প্রবেশ করে এবং কালক্রমে চতুর্দিকে প্রসারিত, হতে থাকে। তাই কেউ যেন এ কথা না ভাবে যে, আহমদীয়া জামাত একটি দুর্বল ও দারিদ্র জামাত

এবং সেই দারিদ্র কখনই দূর হবে না। আল্লাহ্‌র ফজলে এই জামাত প্রসারিত হবে এবং উন্নতি লাভ করবে। যদি পৃথিবীর শক্তিশালী রাষ্ট্র সমূহও এই ক্ষুদ্র জামাতটির অগ্রগতি রোধ করতে সংঘবদ্ধ হয়, তবুও তারা সফল হবে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণীতে সুনিশ্চিত বিজয়ের অভয়-বাণী প্রদত্ত হয়েছে :

"কেয়ামতের দিন পর্যন্ত তোমার অনুসারীবৃন্দ অস্বীকারকারীদের উপর প্রবল থাকবে।" তেমনিভাবে বলা হয়েছে :

"যারা তোমার জামাতের অন্তর্ভুক্ত হবে না তারা ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্রতর হতে থাকবে।"

"সম্রাটগণ তোমার বস্ত্রাঞ্চল হতে আশীষ অনুসন্ধান করবে।"

কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদের কাজ-কর্ম সময়োপযোগী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যথাসময়ে যে কাজ করা হয় বা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় অন্য সময়ে সম্পাদিত কাজ অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব বহণ করে। যারা প্রথমে বিশ্বাস আনবে তাদের প্রথম স্তরেরই মর্যাদা লাভ হবে। বিশ্ববাসীদের মধ্যে অনুপম মর্যাদার অধিকারী হিসাবেই ইতিহাসে তাহাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তাঁরা বিশেষ সম্মান এবং বৈশিষ্টপূর্ণ মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকেন। কারণ তাঁরা সেই সময়ে বিশ্বাস করেছেন যখন বিশ্বাস করাটা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার ছিল। তাই আজ যখন আহমদীয়া জামাতকে একটি দুর্বল এবং তুচ্ছ বলে মনে হয়—এই সময়ে যারা এই জামাতে প্রবেশ করবে তারা প্রথম শ্রেণীর বিশ্বাসী হওয়ার সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবে। তারা বিশেষ পুরস্কার এবং বিশেষ অনুগ্রহ বা 'ফজল' লাভের সুযোগ পাবে। এই মহান মর্যাদা ও সম্মানের দ্বার এখনও উন্মুক্ত রয়েছে। এই স্বর্ণদ্বার সেই সব সত্যাশ্রয়ীদের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে যারা এই ঘোষণা করবে যে (রাব্বানা ইন্নানা সামে'না মুনাদিয়াই ইউনাদি লিল ঈমানে আন আমেনু বে-রাব্বেকুম ফা-আমান্না)

অর্থঃ—'হে আমাদের রব, আমরা একজন আহ্বানকারীকে এরূপভাবে আহ্বান জানাতে শুনেছি : 'তোমরা তোমাদের রবের উপর বিশ্বাস আনায়ন করো' এবং আমরা বিশ্বাস করেছি।'

(সুরা আলে ইমরান : ১৯৪)

এই মহান ঘোষণা আপনি নিজে করুন এবং অন্যকেও ঘোষণা করতে উদ্বুদ্ধ করুন; তাদেরও এই মহান আধ্যাত্মিক পথে পরিচালিত করুন। যদি আপনি এরূপ করেন তাহলে আপনি সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন এবং আপনার পায়ে আগমনকারী বিশ্বাসীর দল আপনার জন্য কেয়ামতের দিন পর্যন্ত দোওয়া করতে থাকবে। (ক্রমশ:)

[দাওয়াতুল আমীর গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ "Invitation"—এর ধারাবাহিক অনুবাদ] —মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

সংবাদ :

৬২তম মজলিসে শুরা পূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত

হিঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম মজলিসে শুরা :

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর

উদ্বোধনী ভাষণ :

পাকিস্তান সহ বিভিন্ন দেশ হইতে সোয়া ছয় শত প্রতিনিধির যোগদান : সাড়ে সাত কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ :

রাবওয়া,—৩রা ৪ঠা ও ৫ই এপ্রিল—তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত জামাত আহমদীয়ার ৬২তম কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার কার্যক্রম তেলাওতে কুরআনের দ্বারা আরম্ভ হয়। তারপর এজতেমায়ী দোওয়া করিয়া হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। উহাতে হুজুর বলেন যে, জগৎ জোড়া মানুষের চিন্তাধারা ও প্রবণতা সেই প্রকৃত ইসলামের দিকে ধাবমান, যাহা কুরআন করীমের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালা প্রেরণ করিয়াছেন। এবং আমাদিগকে বিশ্বব্যাপী মানবহৃদয়ে জ্যোতি ও আধ্যাত্মিক শক্তি, কল্যাণ ও হিতৈষণা এবং প্রেমের মহা অভিযান চালাইতে হইবে, এমন কি, এই জগত যেন জান্নাতের নমুনায় রূপান্তরিত হয়।

উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত মজলিসে শুরায় প্রায় সাড়ে ছয় শতজন নুমায়েন্দা যোগদান করেন। তাঁহাদের মধ্যে সোয়া পাঁচ শতাধিক ছিলেন জামাত সমূহের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং অবশিষ্টরা ছিলেন সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, তাহরীকে জদীদ ও ওকফে জদীদ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিনিধি। তেমনি বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতরম আমীর সাহেব সহ আমেরিকা, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার ৫জন প্রতিনিধি ছিলেন। এই মজলিসে শুরায় সদর আঞ্জুমান, তাহরীকে জদীদ ও ওকফে জদীদের প্রায় ৭ কোটি টাকার বাজেট সহ নেজারতে-উলিয়া ও নেজারতে-বেহেশতি মকবেরা (ওসিয়ত) সংক্রান্ত আটটি প্রস্তাব আলোচিত ও অনুমোদিত হয়।

উদ্বোধনী ভাষণ :

হুজুর (আইঃ) তাশাহুদ ও তায়াওউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন যে আমাদের এই মজলিসে মুশাওয়ারত দুইদিক হইতে গুরুত্ব বহণ করে। এক তো এই যে, হিঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর ইহা প্রথম মজলিসে শুরা। এবং দ্বিতীয়তঃ আমাদের জামাতী জীবনের দ্বিতীয় শতাব্দীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে জারীকৃত শতবার্ষিকী জুবিলী পরিকল্পনার মেয়াদকালের ঠিক মধ্যভাগে আসিয়াছে এই মজলিসে শুরা।

হুজুর জুবিলী পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করিতে গিয়া বলেন যে, আসন্ন শতাব্দীর সম্বর্ধনার উদ্দেশ্যে যে সকল কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে সেগুলির মধ্যকার কিছু তো বাস্তবায়িত হইয়াছে, আর কতক গুলির জন্য প্রচেষ্টা ও প্রয়াস চলিতেছে। যেহেতু এই পরিকল্পনাটি অনেক বিরাট সেহেতু ইহা দীর্ঘ সময় ও অসাধারন প্রচেষ্টা এবং তদনুযায়ী উপকণ ও উপাদান চায়। হুজুর বলেন, কিন্তু উহার জন্য প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ পর্যাপ্ত পরিমাণে এখনও আমাদের হস্তগত নয়। এই প্রসঙ্গে হুজুর শতবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্যতম অংশ—কুরআন মজীদের বিভিন্ন ভাষায় তরজমার কথা উল্লেখ করেন এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ ফরাসী ভাষায় তরজমা প্রসঙ্গে কতকগুলি বিস্তারিত বিষয়ের উপর আলোকপাত করিয়া বলেন যে, আমরা কোন খ্রীষ্টান বা নাস্তিকের দ্বারা তো কুরআন করীমের তরজমা করাইয়া পরিতুষ্ট হইতে পারি না। ইহার জন্য সেই সকল ভাষায় বুৎপত্তিশীল আহমদীর প্রয়োজন। অথবা যদি ঐরূপ আহমদী পাওয়া না যায় তাহা হইলে আমাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখেন এবং আমরা তাহাদের উপর আস্থা রাখিতে পারি এরূপ বিজ্ঞ ভাষাবিদের প্রয়োজন। হুজুর বলেন, উক্ত প্রয়াস এবং খাহেশ বিগত সাত বৎসর হইতে অব্যহত রহিয়াছে। ফ্রেঞ্চ তরজমা সম্বন্ধে হুজুর বলেন যে, প্রথমে উক্ত কাজ মরিশাসে ফ্রেঞ্চ ভাষাভাষী আহমদী বন্ধুদের সোপর্দ করা হইয়াছিল কিন্তু উহার উপর আপত্তি উথাপিত হইতে থাকে এবং পরিশেষে যখন সেই তরজমা সম্পন্ন হইল এবং উহা ছাপার জন্য একটি বৃটিশ কম্পানীকে দেওয়া হইল তখন তাহারা এই বলিয়া উহা ছাপিতে অস্বীকার করিল যে, এই তরজমা উক্ত কম্পেনীর মানানুগ নয়। হুজুর বলেন যে, আমাদের কুরআন করীমের মান তো সেই কম্পেনীর মান অপেক্ষা উঁচু। সেই জন্য উহার তরজমা সকল দিক দিয়া উচ্চমানের হইতে হইবে। সুতরাং বিশ্ব-আদালতের সাবেক রেজিষ্টার উচ্চস্তরের একজন ফ্রেঞ্চ ভাষাবিদ বুজুর্গের সহিত যোগাযোগ করা হয়। তিনি সেই কাজের দায়িত্ব-ভার সানন্দে গ্রহণ করেন। তারপর আর একজন ফ্রেঞ্চ স্কলারের সহিতও তাহার সংযোগ স্থাপন করা হয়। তিনি ইসলামের অন্যতম সমর্থক ও প্রশংসাকারী কিন্তু বর্তমানে বিরাজিত পরিস্থিতির কারণে এখনও তিনি মুসলমান হইতে পারেন নাই। হুজুর তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়া আরও বলেন যে, তিনি তাঁহার প্রণীত এক গ্রন্থে ইহা প্রমাণ করিয়াছেন যে, বাইবেলের একটিও আদেশ বা শিক্ষা আধুনিক যুগের চাহিদা পুরণে উত্তীর্ণ হয় না। পক্ষান্তরে কুরআন কইীমে কোন একটিও আদেশ এরূপ নাই যাহা বিজ্ঞানের অধুনা চাহিদার পরিপন্থি সাব্যস্ত হইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন যে, উক্ত বাস্তব বিষয়টি জানিবার পর অবলীলক্রমেই ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, কুরআন করীম মানব রচিত নয়, বরং ইহা খোদাতায়ালার কালাম। হুজুর এই আশা ব্যক্ত করেন যে, এখন এই ব্যাপারটি (অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের ফরাসী ভাষায় তরজমা) সাফল্যজনক পদ্ধতিতে আগাইয়া চলিয়াছে এবং আমাদের আশা এই যে, চলতি বৎসরের সমাপ্তির পুর্বেই ফরাসী ভাষায় কুরআন করীমের তরজমা প্রকাশিত হইয়া জন-সমক্ষে আসিয়া যাইবে।

হুজুর (আইঃ) ইটালিয়েন ভাষায় কুরআন করীমের তরজমা সম্পর্কে বলেন যে, হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) প্রায় চল্লিশ/পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে উক্ত ভাষায় কুরআন করীমের তরজমা করাইয়া রাখিয়াছিলেন কিন্তু উহার রিভিশনের প্রয়োজন ছিল। এখন উক্ত ভাষায় দক্ষতা-সম্পন্ন একজন বিজ্ঞ ও যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া গিয়াছেন। তিনি উহার কিছুটা কাজ সারিয়া ফেলিয়াছেন। এইভাবে এই কাজও ইনশায়াল্লাহ্ তায়ালা সুসম্পন্ন হইয়া যাইবে।

হুজুর বলেন, এই ধরনের বাধা-বিপত্তি তো বিদ্যমান আছে, কিন্তু এমন কোন প্রতিবন্ধকতা নাই যাহা এই জামাত আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে উত্তীর্ণ হইতে না পারে। এই কাজ তো আল্লাহ্‌তায়ালার, যাহা অবশ্যই পরিপূর্ণতা লাভ করিবে।

হুজুর (আইঃ) জগতের গুরুত্বপূর্ণ ভাষাগুলিতে কুরআন করীমের তরজমা প্রকাশের বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়া বলেন যে, ফরাসী ও ইটালিয় ভাষা ব্যতীত স্পেনিশ, পুর্তগিজ ও রাশিয়ান ভাষায় তরজমা করা আছে এবং সেগুলি রিভিশনের মুখাপেক্ষী। চাইনিজ ভাষায় কোন তরজমা এখনও সম্পন্ন হয় নাই। হুজুর বলেন যে, যদি আমরা এই সকল ভাষায় কুরআন করীমের তরজমা প্রকাশ করিতে পারি তা'হইলে বিশ্বের শতকরা আশি ভাগ মানুষের হাতে আমরা সেই সকল তরজমা তুলিয়া দিতে সক্ষম হইব, যেগুলি তাহারা নিজেরাই বুঝিতে পারিবে।

হুজুর (আইঃ) শতবার্ষিকী জুবিলী পরিকল্পনার আর একটি অংশের উল্লেখ করিয়া বলেন, আমাদের স্কীম ছিল এই যে, আমরা ছোট ছোট বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করিব। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ 'তফসীরুল-কুরআন-এর ভূমিকা' (Introduction to the Commentory of the Holy Quran) গ্রন্থটির ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে। এই অনুবাদটি যখন এখানে একজন ফ্রেঞ্চভাষাভাষী রাষ্ট্রদূতকে দেওয়া হইল তখন তিনি বলিলেন যে, উহা এতই আকর্ষণীয় ছিল যে, শেষ না করা পর্যন্ত আমি উহা ছাড়ি নাই। হুজুর বলেন, এতদ্ব্যতীত উক্ত গ্রন্থটিতে এরূপ অনেকগুলি বিষয়বস্তু রহিয়াছে যেগুলিকে পৃথকভাবে ছাপা হইলে অনেকগুলি ছোট ছোট পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা যাইতে পারে।

হুজুর একটি গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজী ভাষায় অনুদিত পুস্তক Essence of Islam এর কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই পুস্তকটিতে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থাবলী, বক্তৃতা ও অমৃতবাণী হইতে উদ্বৃতি সমূহের ইংরেজী তরজমা রহিয়াছে। উহার প্রথম খণ্ডটি (লণ্ডনে) প্রকাশিত হইয়াছে। উহার মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালা, ইসলাম, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এবং কুরআন করীমের বিষয়ে উদ্বৃতি সমূহ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রণস্থ রহিয়াছে। যথাসম্ভব এমাসের মধ্যেই বাহির হইবে। ইহার পর আরও দুইটি খণ্ড প্রকাশিত হইবে।

হুজুর আর একটি স্কীমের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর উদ্বৃতিমালা সমন্বয়ে ফোল্ডার প্রকাশ করারও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। এপর্যন্ত বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত জামাত আহমদীয়ার মুবাল্লেগগণ ১৪ বা ১৬টি ভাষায় উক্ত ফোল্ডার প্রকাশ করিয়াছেন। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, জার্মানী, স্পেন ও ফ্রান্সে সে সকল দেশের ভাষায় উক্ত ফোল্ডার প্রকাশিত হইয়াছে। তেমনিভাবে হুজুর সুইজারল্যাণ্ডের মুবাল্লেগ জনাব নাসীম

মাহদী সাহেবের প্রশংসা করেন। হুজুর বলেন যে, নাসীম মাহদী সাহেব বড়ই হিম্মতের সহিত সুইজারল্যাণ্ড হইতে ইটালিয়ান এবং আরও কয়েকটি ভাষায়, এমনকি সেখানকার আঞ্চলিক ভাষাগুলিতেও গ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারীদের মধ্যে উক্ত ফোল্ডার প্রকাশ ও বিতরণ করিয়াছেন। তারপর তিনি আমার নিকট ইউগোশ্লাভিয়ান ভাষায় উক্ত ফোল্ডার প্রকাশ করার জন্য অনুমতি চাহিলে আমি তাঁহাকে অনুমতি দেই। এমনি ধারায় তিনি ছয়টি ভাষায় ফোল্ডার প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, টার্কিশ, জাপানী, এবং ইউরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে ডেনিশ, স্পেনিশ ও নারোজিয়েন ইত্যাদি ভাষায়ও ফোল্ডার প্রকাশ ও প্রচার করা হইয়াছে। হুজুর বলেন যে, ফোল্ডারের উপকারিতা অনেক বেশী। যেমন, গ্রীষ্মকাল আসিতেছে। ইহা পর্যটনের মৌসুম। ইউরোপের এক একটি দেশেই লক্ষ লক্ষ পর্যটক সব সময় মওজুদ থাকে এবং ইহারা সমগ্র জগত হইতে আসিয়া সমবেত হয়। যেমন, একজন জাপানী পর্যটক ইউরোপ ভ্রমণে যায়, ডেনমার্কে পৌঁছাইলে তাহাকে সেখানে তাহার নিজের ভাষায় জামাত আহমদীয়ার পক্ষ হইতে ইসলামের শিক্ষামালার সমন্বয়ে প্রকাশিত ফোল্ডার তাহাকে দেওয়া হয়। তারপর সে সুইজারল্যাণ্ডে যায়, সেখানেও তাহারই ভাষায় লিখিত ফোল্ডার সে পায়। তেমনিভাবে যে শহরেই বা যে দেশেই সে যায় সেখানে উক্ত ফোল্ডার তাহারই ভাষায় সে পাইতে থাকে। ইহা তাহার মন ও মস্তিস্কে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে যে, ইহা একটি অত্যন্ত সংগঠিত জামাত। ইহার সম্বন্ধে নিশ্চয় জানা উচিত। অতএব, ইহা আমাদের একটি উদ্যোগ ও প্রয়াস, জগতের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় যেন ফোল্ডার প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম পৃষ্ঠায় মিশনের ফোট, মধ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর ফোট সহ তাঁহার ইরশাদাবলী রহিয়াছে। ফোট প্রসঙ্গে হুজুর বলেন যে, ইউরোপের লোক সাধারণভাবেই অত্যন্ত মনস্তত্ত্ববিদ, এবং ফোট দেখিয়া তাহারা অনুমান করিতে পারে যে মানুষটি কি ধরনের। হুজুর একজন অত্যন্ত বিরূপ ভাবাপন্ন ব্যক্তির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর ফোট দেখা মাত্র মোমের ন্যায় বিগলিত হইয়া পড়ে। হুজুর ফোট প্রসঙ্গে শরিয়তে উহার অবস্তান সম্পর্কে আলোকপাত করিয়া বলেন যে, আমরা প্রতিমাপূজারী নই এবং জামাত আহমদীয়া ফোটকে কিয়ামতকাল পর্যন্ত শেরেক ও বুত-পরস্তির উপায় হইতে দিবে না। হুজুর বলেন যে, ফোটর দ্বারা আমাদের ফায়দা হাসিল করা উচিত।

এক শ্রেণীর শুস্ক মন-মস্তিষ্ক অনেক বিষয়েই বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে এবং ফোটকে সম্পূর্ণ নাজায়েয বলিয়া মনে করে। প্রকৃতপক্ষে ফোটর পূজা নিষিদ্ধ। কিন্তু ফোটর দ্বারা যদি আমরা কোন মানবাত্মাকে এক ও অদ্বিতীয় খোদাতায়ালার দিকে আকৃষ্ট করিতে ও তাঁহার সান্নিধ্যে পৌঁছাইতে পারি, তাহা হইলে ইহার উপর ধর্ম, যুক্তি ও নীতিগত ভাবে কোনই আপত্তি উঠিতে পারে না।

"দ্বিতীয় ক্রুশ-ভঙ্গ ('কাসরে-সলীব') কনফারেন্স":

শতবার্ষিকী জুবিলী ফাণ্ডের বিরাট অবদান ও সুফলাদি উল্লেখ করিতে গিয়া হুজুর বলেন যে, ১৯৭৮ইং সনে আমরা ইংল্যাণ্ডে হযরত ঈসা মসীহ (আঃ)-এর ক্রুশীয় মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি লাভ বিষয়ে এক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত করিয়াছিলাম। আগামী বৎসর অর্থাৎ ১৯৮২ সনে মার্কিন আমেরিকায় অনুরূপ আর একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হইবে। হুজুর বলেন, আমেরিকা একটি বড় দেশ। সেখানে ধর্মীয় কনফারেন্সগুলিও ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং যে হলটি ভাড়া লইয়া আমরা কনফারেন্স করিতে মনস্থ করিয়াছি উহার সম্বন্ধে দুই বৎসর পূর্বেই আমেরিকার লোকজন তার মারফত জানান যে, সেই হলটি এখনই বুক্ করিয়া লওয়া হউক। অন্যথায় সময়মত হলটি পাওয়া যাইবে না। ঐ হলটির দুইদিনের ভাড়া চল্লিশ হাজার ডলার (আট লক্ষ টাকা)। এই হলটির বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে (ইসলামের অন্যতম শত্রু ও মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর প্রতিদ্বন্দ্বি) আলেকজাণ্ডার ডুই ইসলামের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়াছিল। এ কথাটিই আমাদিগকে উক্ত কনফারেন্স সেই হলে অনুষ্ঠানের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, আমাদিগের গযরতের কারণ হইয়াছে। হুজুর বলেন যে, এই হলে ডুই ব্যতীত আরও অনেকেই ইসলামের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়াছে। বড় বড় পাদ্রীরাও উক্ত হলে বক্তৃতা করিয়াছেন। বিশিষ্ট পাদ্রী বিলি গ্রাহমও বক্তৃতা করিয়াছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেহ সেই হলে ইসলামের পক্ষে একটিও বক্তৃতা করেন নাই।

জামাত আহমদীয়াই সর্ব প্রথম জামাত, যাহারা উক্ত হলে ইসলামের প্রচার তুলিয়া ধরিবে। এই হলে চার হাজার মানুষের বসার ব্যবস্থা আছে। এবং হলটির ব্যবস্থাপকগণ নিজ খরচে উহাতে অনুষ্ঠিত প্রতিটি কার্যক্রমের ফিল্‌ম তৈয়ার করিয়া থাকেন এবং সেই হলের লাইব্রেরীতে উহার রেডিও ক্যাসেট সংরক্ষণ করেন। সেইরূপে আমাদের কনফারেন্সের ফিল্‌মও তৈরী হইবে, যাহা আমরা ইচ্ছা করিলে দাম পরিশোধ করিয়া সংগ্রহ করিতে পারিব।

হুজুর বলেন: বর্তমান জগতের সর্বত্রই ইসলামের দিকে প্রবণতার উন্মেষ ঘটিয়া চলিয়াছে। মানব মন ও মস্তিষ্ক উহা রাশিয়ারই হউক বা কলুষতায় নিমগ্ন আমেরিকারই হউক, অথবা আমেরিকার সেই বন্য সমাজেরই হউক যেখানে কোন আইন-কানুন নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সামাজিক বন্ধন নাই—উহাদেরও ইসলামের দিকে মনোযোগ ও প্রবণতা সূচিত হইতেছে। এবং এই মনোযোগ ও প্রবণতা সেই ইসলামের দিকে ধাবমান, যাহা কুরআন করীমের মাধ্যমে নাযেল করা হইয়াছে; সেই ইসলামের দিকে নয়, যাহা মানুষ নিজেরাই তৈরী করিয়াছে।

হুজুর বলেন, ইসলামের উপর এক ভয়নাক অত্যাচার করা হইতেছে এইযে, অত্যন্ত লজ্জাহীন ভাবে ইসলামের প্রতিটি আদেশকে লঙ্ঘন করা হইতেছে। হুজুর ইহার একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়া বলেন যে, এই ধরনের একটি বড় জুলুম অনুষ্ঠিত হইয়াছে এই যে, একটি দেশের 'মুফতিয়ে-আজম' ফতোয়া দিয়াছেন যে, মদ তো আরবদের জন্য হারাম করা হইয়াছিল, যাহা একটি গরম দেশ। যেগুলি শীতপ্রধান দেশ, সেখানকার জন্য মদ খাওয়ার অনুমতি আছে। (নাযুবিল্লাহ)। হুজুর প্রশ্ন করেন, আল্লাহ্‌তায়ালা কি জানিতেন না যে, দুনিয়াতে শীতপ্রধান দেশও রহিয়াছে?

খাঁটি ইসলাম :

হুজুর বলেন যে, ইসলাম হইতে সর্ব প্রকার বেদাত ও কদাচারকে দূর করিয়া নিষ্কোলুষ ও খাঁটি ইসলামকে মানবজাতির সামনে আমাদিগকে তুলিয়া ধরিতে হইবে। এবং উহার সৌন্দর্য ও নূরকে কুরআনে-আজীমের মাধ্যমে পেশ করিয়া জগদ্বাসীর মন জয় করিতে হইবে। আমরা দুর্বল বটে এবং দুনিয়ার দৃষ্টিতে উপেক্ষিতও বটে, কিন্তু আমরা প্রচেষ্টা অবশ্যই চালাইয়া যাইব। হুজুর জামাতের বন্ধুগণকে হুশিয়ার করিয়া দিয়া বলেন যে, আপনারা যদি তাহা না করেন, তাহা হইলে খোদাতায়ালা অন্য কোন জাতিকে লইয়া আসিবেন। কেননা খোদাতায়ালার পরিকল্পনা সমূহকে কাহারও দুর্বলতা বা অবজ্ঞা ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিতে পারে না। খোদাতায়ালার পরিকল্পনা তো অবশ্যই সাফল্যমণ্ডিত হইবে। ইহার জন্য আপনারা প্রস্তুত হইয়া যান। হুজুর বলেন যে, কুরআন করীম তো দুনিয়ার জন্য এত সুন্দর ও মনমুগ্ধকর সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম করিতে চায় যে সেই সমাজ-ব্যবস্থা যখন রূপায়িত হইবে তখন ইহা বলা কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে যে, এই জগত ভাল, না সেই জান্নাত ভাল, যাহা মরণের পর পাওয়া যাইবে।

(ক্রমশঃ)

('আল-ফজল' ৭ ও ৮ই এপ্রিল ১৯৮১ইং)

অনুবাদ—আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

দোওয়ার আবেদন

ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মৌঃ কফিল উদ্দীন আহমদ সাহেবের চতুর্থ পুত্র এবং অত্র জামাতের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জনাব মোঃ ফজলুর রহমান সাহেবের জামাতা জনাব মোশাররফ হোসেন সাহেবের প্রথম পুত্র সন্তান বিগত ১৪-৪-৮১ সোমবার জন্মগ্রহণ করিয়াছে। (আল হামদুলিল্লাহ)

নবজাত সন্তান দীর্ঘ জীবি ও খাদেমে-দ্বীন হওয়ার জন্য জামাতের সকল বুজুর্গ ও ভ্রাতা-ভগ্নির নিকট দোওয়ার অনুরোধ করা যাইতেছে।

'আমরা ইসলামকে সম্পূর্ণ বেদাত-মুক্ত করিতে চাই।'

কন্যালয়ে বিবাহ উপলক্ষে মেহমানদিগকে খানা পরিবেশন সংক্রান্ত বেদাতের প্রতি হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)--এর অসন্তুষ্টি প্রকাশ

রাবওয়া, ১৪ই মার্চ—সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) জামাতের বন্ধুদিগকে হুশিয়ার করিয়া দিয়া বলেন যে, তাঁহারা যেন সকল প্রকার বেদাত ও কদাচার বর্জন করেন। যদি কেহ বেদাত অনুসরণ করিয়া চলিবে তাহা হইলে আমি তাহাকে আমাদের মধ্য হইতে বহিষ্কার করিতে বাধ্য হ'ব।

হুজুর (আইঃ) আজ এখানে মসজিদে-আকসায় জুম্‌য়ার নামাজের পূর্বে খোৎবা প্রদান করিয়া বলেন, আমরা যে আহমদী তরীকার মুসলমান, আমাদের আকীদা ও দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আমরা ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে বেদাত-মুক্ত করিব এবং সকল প্রকার কদাচার হইতে পরিচ্ছন্ন করিব। আমরা খাঁটি দ্বীনে-ইসলাম চাই। হুজুর বলেন, শয়তানের প্ররোচনা ও চাপ-সৃষ্টিতেই বেদাতের অনুপ্রবেশ ঘটে। হুজুর বলেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় হইতে বিভিন্ন প্রকার বেদাতের উদ্ভব হয়।

হুজুর বলেন, আমরা নিষেধ করিয়াছিলাম যে, বিবাহ উপলক্ষে কন্যাপক্ষ যেন খানা পরিবেশন না করে। (তাহা সত্ত্বেও) সম্প্রতি কয়েকদিন পূর্বে রাবওয়ায় দুইটি বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় যেগুলিতে বরপক্ষ চাপ সৃষ্টি করিয়া খানা-পিনার জন্য কন্যাপক্ষের নিকট দাবী জানায় এবং খানা খায়।

হুজুর বলেন, তোমাদের মধ্যে যাহারা সম্মান ও মর্যাদার ভিত্তি তকওয়ার উপরে না রাখিয়া বেনিয়া সুলভ দাওয়াত ও নেমন্তনের জৌলসের উপর ভিত্তি রাখে তাহারা আল্লাহ্‌তারালার ফজল ও করমের উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। খোদাতায়ালা জামাত আহমদীয়াকে তাঁহার ফজলের ওয়ারিশ তখনই করিবেন যখন জামাত সমষ্টিগতভাবে সংখ্যাধিক্যতা ও গুণগত বৈশিষ্ট্যের গভীরতার দিক হইতে বিশুদ্ধ ইসলামী জীবন যাপনকারী হইবে এবং মানুষে মানুষে পার্থক্য করিবে না যদিও কেহ তাহার কন্যার বিবাহে এক জোড়া কাপড় ছাড়া আর কিছুই না দেয়। হুজুর (আইঃ) হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর সময়ের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, একজন কুশ্রী আরবকে কেহই মেয়ে দিতে রাজী ছিল না কিন্তু তাহার নেকী ও তাকওয়ার কারণে নবী করীম (সাল্লাল্লাহুঃ) তাহার বিবাহ-প্রস্তাব একজন অতি সুন্দরী মেয়ের সহিত স্থির করিলেন। কিন্তু যখন সেই মেয়ের পিতা গড়িমসি করিতে আরম্ভ করিলেন তখন সেই মেয়ে বলিল, যখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহুঃ) বলিয়া দিয়াছেন তখন আমি নিশ্চয়ই এই ব্যক্তির কাছেই বিবাহ বসিব।"

হুজুর (আইঃ) বলেন, আপনারা বেদাত ও কদাচারে লিপ্ত হইবেন না। অন্যথায় আপনাদের সে দশাই ঘটিবে যাহা উল্লেখ করিতেও মানুষ শিহরিয়া উঠে, যেমন আজ মুসলিম উম্মতে সেই সকল লোকও রহিয়াছে যাহারা ঈমানের দাবীও করে এবং শের্‌কও করিতে থাকে; কবরের উপর সেজদাও করে। হুজুর বলেন, কিন্তু তাহাদের এই দুর্দশা এজন্য হইতে পারে যে তাহাদিগকে বুঝাইবার মত কেহ ছিল না। এখন সেই কেস্‌সার ইতি ঘটিয়াছে। হুজুর বলেন, দোওয়া করুন যেন আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে মুসলিম উম্মত দ্বীনে-ইসলামের উপর খাঁটি ভাবে কায়েম থাকিয়া জান্নাতের ফলবান বৃক্ষে পরিণত হয়। আমীন।

('আল-ফজল' ১৮ই মার্চ ১৯৮১ইং)

সংকলন: মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী।

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার উদ্দেশ্যে সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) জমায়াতের সামনে দোয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৯৮৯ইং পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহাস্পতিবারের কোন একদিন জামাতের সকলে নফল রোযা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাজের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামাজ পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোওয়া করুন।

(৩) কমপক্ষে সাতবার সুরা ফাতিহা পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুমা সল্লি আলা মুহাম্মদিউঁ ওয়া আলে মুহাম্মদ" অর্থাৎ, আল্লাহ্ পবিত্র ও নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ্, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি জামাবিউঁ ওয়া আতাবু ইলাইহি" অর্থাৎ আমি আমার রব আল্লাহ্র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩বার

(গ) 'রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, হে আমাদের রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবেলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর। —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুমা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবেলায় রাখিতেছি (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্যনির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী। —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু ইয়া আজিজু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বি ফাহ্ফাজনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহমনা" অর্থাৎ, "হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমশীল হে বন্ধু, হে রব, প্রত্যেক জিনিস তোমার অনুগত, সেবক ; সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পাশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলগী, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের [illegible] যাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla, at Ahmadiyya Art Press.
for the proprietors, Bangladesh Anjumane-- Ahmadiyya
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar